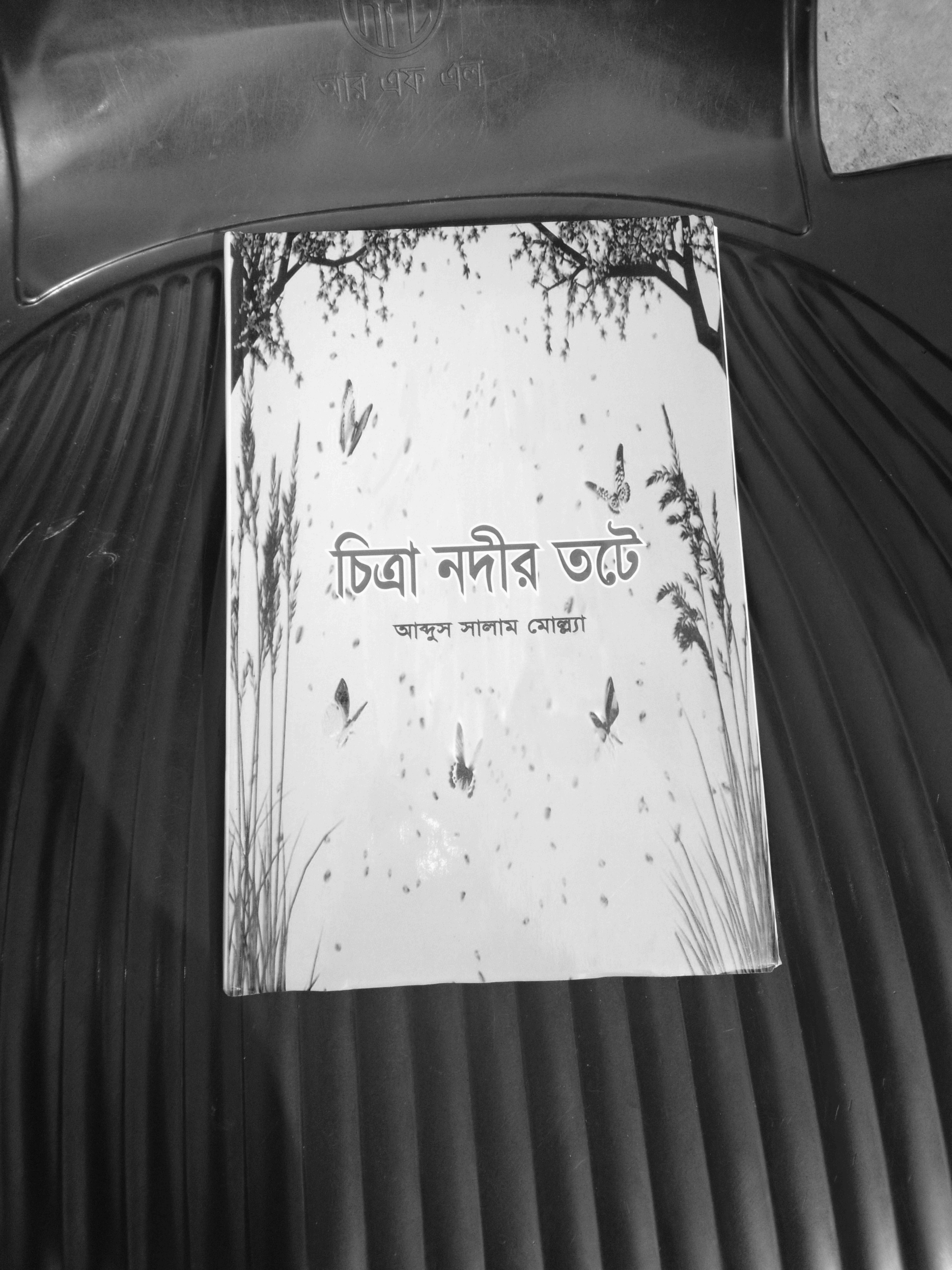
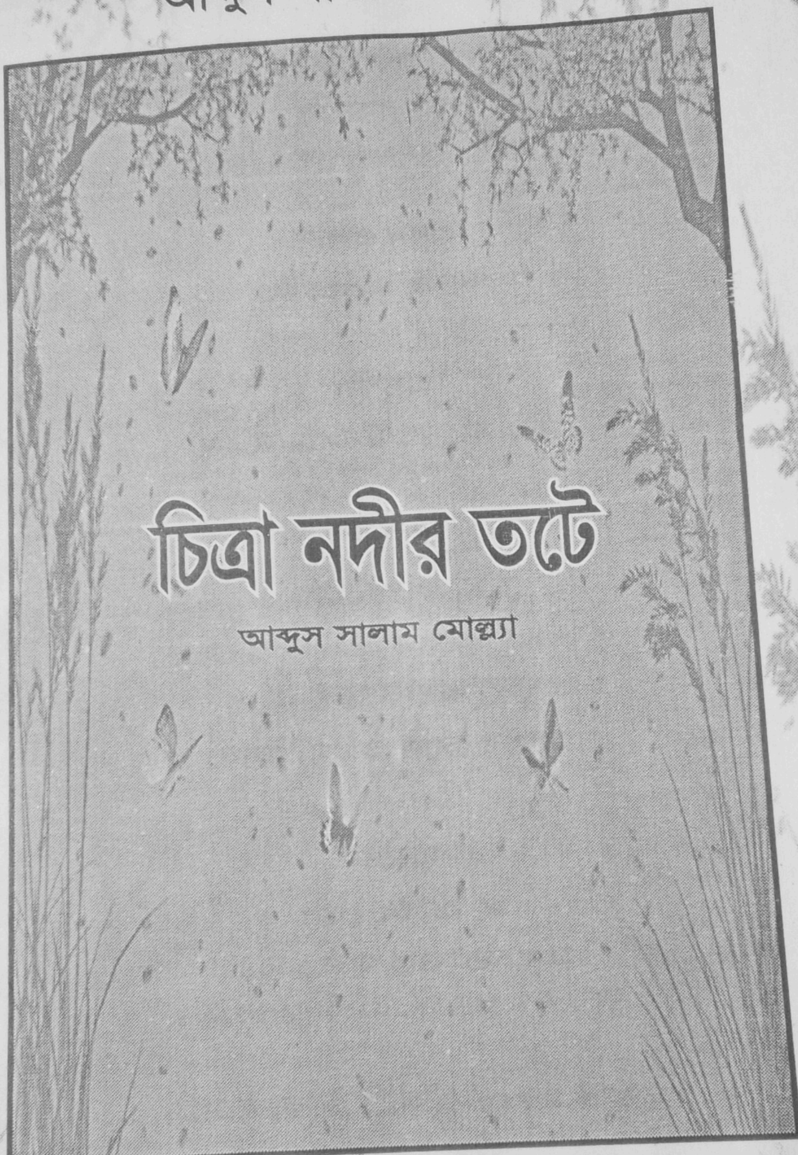

আর এফ এল
চিত্রা নদীর তটে
আব্দুস সালাম মোল্ল্যা

আব্দুস সালাম মোল্ল্যা ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় মুখে মুখে ছন্দ তৈরী করে সবাইকে আনন্দ দিতে পছন্দ করতেন। সমাজের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি নিয়ে তিনি ছন্দের মাধ্যমে কবিতা লিখতেন। সহজ শব্দ ও বাক্য বিন্যাস তার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সত্য সুন্দর ও আবেগের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাহার গভীর টান। বিশেষত তাহার কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় হলে মানুষের জীবনবোধ, প্রকৃতি, নদী **ও নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ।**

"চিত্রা নদীর তটে" তাহার প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই। যা তিনি নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারী ও স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রবৃন্দকে উৎসর্গ করেছেন।

চিত্রা নদীর তটে

আব্দুস সালাম মোল্ল্যা



সৈজন্যে ঃ মোঃ সহিদুল ইসলাম (সহিদ)

প্রকাশক

মা প্রকাশনী

১৪২, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ

আগষ্ট' ২০১১ইং

প্রচ্ছদ

মা কম্পিউটার

অঙ্গবিন্যাস

মোঃ ফজলুল করিম মিলন

মূদ্রণে

মা প্রিন্টিং প্রেস

১৪২, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৭১৯৫৬১৮, ০১৯১৯২৮৬৫০৮

মূল্য ঃ ৮০/- (আশি টাকা মাত্র)

উৎসর্গ

নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজের
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল
কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারী
ও স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রবৃন্ধ

চিত্রা নদীর তটে

প্রার্থনা

ওগো আল্লা বিশ্বপতি, অনাথের তুমিই গতি
তব নাম রহিম রহমান
তুমি হও দীন বন্ধু, দাতাও দয়ার সিন্ধু
তুমি অতি মেহেরবান
তুমি সর্বশক্তিমান, সব তোমারই দান
যাহা কিছু করি বিলোকন
তুমি অখিলের স্বামী, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী
অন্তরও বাহিরে গোপন
তোমার করুনা বলে, অতল জলধীতলে
করে জীব আনন্দ বিহার
তব অসীম রহমতে, পর্বত শিখরেতে
নর করে কত কারবার
দেখি তব অনুকম্পাতে, চলে জীব শুণ্য পথে
উল্কা বেগে হয় ধাবমান
মানুষের বুদ্ধির বলে, রেডিও টেলিফোন চলে
তাহাও তোমার অবদান
কঠিন প্রস্থর মাঝে, যদিও কেহ বিরাজে
তাহারও মুখে যোগাচ্ছ আহার
অনন্ত মহিম তব, চির নিত্য অভিনব
তব লীলা বুঝে উঠা ভার
তুমি প্রভু মুলাধার, অদ্বিতীয় নিরাকার
তুমি খোদা বিরাট মহান
নীলিমার নক্ষত্র পুঞ্জে, পল্লবের কুঞ্জে কুঞ্জে
চলে তব আদান প্রদান।
তুমি হও অনাথের বন্ধু, দাও যারে কৃপা বিন্দু
সিদ্ধ হয় তার মনস্কাম।

যে যাহাই করুক আশা, তুমি দিবে যারে পথের দিশা
সে অনায়াসে পারে মোক্ষধাম
তুমি হও জগতপতি, আমি হীন তৃন সম অতি
তুমি মহারাজাধীরাজ
তোমার মহিমা যত, একমুখে বর্ণিব কত
তুমি খোদা পাক বেনিয়াজ
আদম হতে পর পর, পীর ওলী পয়গাম্বর
যতজন আসিয়াছেন ভবে
গিয়াছে সবে স্বীকার করি, ঝিনুকে সমুদ্র বারী
সিঞ্চন কভু না সম্ভবে
আমি তাই ভাবি মনে, আউলিয়া আম্বিয়াগনে
যার গুন না পারে বর্ণিতে
আমি হেন গুনাগার কেমনে বর্নিব তাঁর
অনন্ত অসীম হামদ-নাতে
শেষ নবীর উম্মৎ আমি, তুমি মোর অন্তর্যামী
এজীবনের সঞ্চিত পাপ
তুমি যদি কর মাফি, যতই আমি হইনা পাপী
করিও সেদিন মাফ।

তারিখ ঃ ২৪/০৪/১৯৯২

রূপসী মেয়ে

চিত্রা তটে জন্ম তব ওগো রূপসী মেয়ে
নড়াইলকে বাসলে ভাল তোর রূপের ছটা দিয়ে
শত বছর বয়স তোমার হওনি তবু বুড়ি
তব যশের কথা শুনি সারা বাংলা জুড়ি
হলুদ বরণ কন্যা তুমি কাজল বরণ চুল
তব বাগান জ্ঞানে ভরা যেন কত ফুল
পায়ে তব নুপুর বেড়ি, ঝুমুর ঝুমুর বাজে
ষড় ঋতুর রং তুলিতে সাঝো নানা সাজে
গলায় তব হিরা কাঞ্চন মনি মুক্তার হার
অঙ্গে কত রঙ্গের ভূষন দেখতে চমৎকার
রত্না গর্ভা জননী তুমি খুশির নাইকো শেষ
কত শত রত্ন তোমার আছে নানা দেশ
আধাঁর নাশের আলো তুমি জ্ঞানের ভাস্কর
শিক্ষাদাতা মাতা তুমি লহ মোর নমস্কার
সাগর কোলে যেমন জোরে ঊর্মীমালা ছোটে
তোমার বুকের বর্ণমালা তেমনি ভাবে ফোটে
জ্ঞানীগুনি মহাকবি কেউবা দার্শনিক
সবই তোমার কোলের রতন শিল্পী বৈজ্ঞানিক
পুষ্প যেমন নিজ গন্ধ বিলায় পবন মাঝে
মানব মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াও তুমি নিজে
যেমন জলবিনে সরোবরে পদ্ম নাহি ফোটে
তুমি বিনে ভাষা জ্ঞান শুদ্ধ হয়না মোটে
কলতানে নদী যেমন যায় সাগর পানে
ভালবেসে তাই মোরে লও কোলে টেনে।

রবি শশি ভালবাসে মোদের দিয়ে আলো
তোমার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে মোদের বাস ভালো
কল্পলোকের গল্প কথা শিখাও দিবা রাত
শিখছি সেসব কৌতুহলে দিয়ে কর্ণপাত
জমিদারের কন্যা তুমি নহে কম কথা
পিতা হারা হয়ে বুঝি মনে পেয়েছ ব্যাথা
আর কেঁদনা, চুপ কর মা, কি বলিবে লোকে
জীর্ণশীর্ণ হবে দেহ কাতর হলে শোকে
চিরজীবন কারো পিতা রয়কি ভূবন পরে
মোদের নিয়ে সকল দুঃখ ফেল তুমি দুরে
তব দুঃখ নাশ করিতে এল সরকার ছুটে
ফুটবে তোমার মুখে হাসি দুঃখ যাবে টুটে
তোমায় আমি ভালবাসি কেমন করে বলি
অভাগা এই সন্তানের যাসনে মাগো ভুলি
ভাঙ্গা গড়ার এই জগতে উলট পালট আছে
সারা জনম আমায় মাগো রেখ তোমার কাছে।

তারিখ ঃ ০৩/১০/১৯৮৫

আমার দেশ

সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা
আমার এ দেশ ভাই
বিশ্বের মাঝে অপুরূপ সাজে
যার তুলনা নাই
ফলে হেথা ধান, সুপারী ও পান
আরও স্বর্ণ সুতা
আম, জাম, নারিকেল, লিচু, কলা, কতবেল
বরই, পেয়ারা, আতা
গরান, সুন্দর, শাল, তমাল, তেতুঁল, তাল
কাঠাল ও আনারস
সরিষা, মুসরী, ডাল, ফুটি, তরমুজ, ঝাল
ইক্ষু, খেজুরের রস
ড্যাফল, ডেওয়া, জামরুল, পেঁপে, কমলা, কুল
ডালিম, বেদেনার রস
লাউ, কুমড়া, কাকরল, সীম, বেগুন, ধুন্দুল
ফলে বার মাস
আছে তরুলতা ময়না, টিয়া, তোতা
পানকড়ি, মানিকজোড়
শালিক, দোয়েল, পেচাঁ, কুটকুলি, কেদাখোজা
কাচিচোরা, ভূইফোর
কাইম, কোড়, ডাক, ফিঙ্গে, ছিল কাক
কোকিল ধরে কুহুতান
নৌকায় তুলে পাল মাঝি ধরে হাল
মনের সুখে গায় গান
রাখাল চরায় ধেনু, হাতে লয়ে বেনু
বসে গাছ তলে
রাখালী বাশির সুর, কত যে মধুর
মন যায় ভূলে
নদী নালা বিলে, হাওড় বাওড় ঝিলে
মাছ কিলবিল করে
শৌল, গাজর, রুই, পাবদা, পুটি, কই
মোরা খাই মজা করে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, যাহার নাই তুলনা
বিলায় রূপের ভালবাসা
ফুলে ছড়ায় গন্ধ, কবি মিলায় ছন্দ
নিয়ে বাংলা ভাষা।

তারিখ ঃ ২৭/০৮/১৯৯২

বিজয়

আমি ভাবুকের ভাবনা, আমি সাধকের সাধনা
আমি যাদুকরের মন্ত্র
আমি কাল বৈশাখী ঝড়, আমি নাবিকের দাঁড়
মানি না কোন অস্ত্র
আমি রক্তের বন্যা, মাতা হারা কন্যা
পিতা হারা পুত্র
আমি বায়ান্নের কাল রাত সালম ও বরকত
এই মোর সুত্র
তাই সাজিয়ে রনভেরী, সাজিয়ে রনতরী
করেছিনু যুদ্ধ
মোরে কেন অকস্মাৎ, বরবর পাকজাত
করেছিল ক্রুদ্ধ
আমি বাষট্টির কুচক্র, করেছিনু সব বক্র
নাহি মোর লজ্জা
আমি হিমাদ্রীর চুড়া, শির করি খড়া
সাজি রন সজ্জা
আমি উনসত্তর, একাত্তর, নগর বন্দর চত্বর
শোকার্ত জননীর চিৎকার
আমি ২৫মের কালরাত, নাগীনির বিষ দাঁত
ভেঙ্গে করি চুরমার
আমি জলধর সৈকত, জব্বার ও বরকত
আমি বক্ষের বহ্নী
আমি বাঙ্গালীর আশা, আমি বাঙ্গালীর ভাষা
আমি নিপিড়িত তন্বী
আমি আলীর জুলফিকার, আমি ১৬ই ডিসেম্বর
পরি বিজয় মাল্য
আমি সাধনার ধন, আমি প্রেমিকের মন
নাহি মোর তুল্য
আমি নৃত্তের ঝঙ্কার, আমি বজ্রের হুঙ্কার
শোন ওরে পান্ডা
আমি বাঙ্গালীর আবিস্কার, সেই লাল ভাষ্কর
আমি বাঙ্গালীর ঝান্ডা।

তারিখ ঃ ০৭/০৫/১৯৯৫

বৃষ্টি

ঝুমুর ঝুমুর নুপুর পায়ে নাচিছে ওই বৃষ্টি
কিসের নেশায় নয়ন খানা মেলিয়াছে দৃষ্টি
গগন খানা মেঘে ঢাকা ঘন কাল ছায়াতে
গুরু গুরু ডাকে দেওয়া বিরহীনির মায়াতে
এমন দিনে কোথা আজি চাহে তারে মনটা
অজানার কোন সুরে নাচিছে এই প্রাণটা
বুক ভরা বাসনার কিছু হয় দীপ্ত
সাথী হারা বেদনার কিছু থাকে গুপ্ত
কিছু তার সুরভী, কিছু হয় তার কান্না
টুপ টাপ বৃষ্টিতে ঝরে পাতা পান্না
প্রবাসী প্রেমিক জ্বলে তার প্রেমের দহনে
লুপ্ত মনের সুপ্ত কথা জাগে মনের গহনে।

তারিখ ঃ ১০/০৫/১৯৯৫

মা

মাগো তুমি কত মধুর জগতে মোর কাছে
তুমি বিনে এ ভুবনে জন্ম যে মোর মিছে
যবে কাঁদি ক্ষুদা পেয়ে করায়ে দুগ্ধ পান
অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে বাঁচায়েছ এ প্রাণ
ব্যাথা পেয়ে কাঁদি যবে, উঠলে তব কোলে
তব স্নেহের পরশ পেয়ে গিয়েছি সব ভূলে
এ দুনিয়ায় তোমার মত কে আছে বল আপন
দিনে দিনে হইয়েছি বড় পেয়ে তব যতন
ম-কারে মা যখন পড়েছি প্রথম ভাগে
তখন থেকে তোমার কথা হৃদয়ে মোর জাগে
তব কোলে শুয়ে মাগো ঘুমিয়েছি কত
তোমার কাছে আজো যেন আমি শিশুর মত
কত গল্প শুনিয়েছ রাতের বেলা শুয়ে
শুনতে শুনতে তব কথা ঘুমিয়ে পড়েছি নুয়ে
ছোট মুখের কুটি কথা কইছি কত তোরে
আমার কথা শুনে তোমার হৃদয় গেছে ভরে
বড় হয়ে আমি যখন পারবো যেতে ঢাকা
তখন তোমায় এনে দিব অনেক করে টাকা
এসব শুনে আমায় নিয়ে করছ কত আশা
কেমন করে লিখবো তোমায় পাইনা খুঁজে ভাষা
মল মুত্র করছি কত তোমার বসন ভরে
তবু তুমি রাখছো মাগো আমায় বুকে ধরে
তাই সারা জনম তোমার কাছে আমি থাকতে চাই
তোমার পায়ের নিচে যেন আমি বেহেশত্ পাই।

তারিখ ঃ ১০/০৪/১৯৮০

চিত্রা

ওগো প্রিয় চিত্রা, করেছ তুমি যাত্রা
মধুমতি থেকে
পেরিয়ে কত মাঠ, শহর, গঞ্জ,হাট
এসেছো এঁকে বেঁকে
মাগুরা, নলদী, মিটাপুর, নড়াইল, সিংগা, শোলপুর
আছে তব তীরে
ঘোড়া খালী, গাজির হাট, রঘুনাথপুর, গোবরা ঘাট
প্রণামে নত ধীরে
ভদ্রবিলা, মহিষখোলা, মিরাপাড়া, চুনখোলা
তব স্রোতের মোড়
ছিল অতীত কালে মুরব্বিরা বলে
শুনতো জলের তোড়
চলছো সাগর পানে, কিবা সাধ্য কেবা জানে
মোর জানা নাই
যত তব কুল বাসী, মোরা তোমায় ভালবাসি
শুধু জানি তাই
তুমি অতি সুন্দর, তুমি অতি মনোহর
রেখেছিল কে তব নাম?
জীবনে পাবো কি তারে, আছে কি সে অবনী পরে
কোথা তার ধাম
মানুষ করে অপরাধ, মগুরায় দিয়ে বাঁধ
হয়ে আনমনা
জীবনে ধরিলে ধৌয্য, জয় তার অনিবায্য
বলে গুনি জনা।
এস এম সুলতান, তিনি কৃত সন্তান
তব তীরে বাড়ী
মাছিমদিয়া গ্রাম,লালু মিয়া নাম
করেছো পরিপাটি।
প্রতাপশালী জমিদার, রতন বাবু তার নাম
বাড়ী তব তটে
শীতল করেছে প্রাণ, তব জলে করে স্নান
সিঁড়ি বাধা ঘাটে

তব দুই তীরে সবুজ পল্লব ঘিরে
ফোঁটে কত ফুল
পশু পক্ষীর কলরবে, পুষ্প কুঞ্জ সবে
মত্ত অলি কুল
আছে কত মিষ্টি ফল, আম জাম কাঁঠাল
পেয়ারা লিচু আনারস
পান সুপারী নারিকেল কলা জামরুল কতবেল
ফলে বার মাস
তব বক্ষের জলে স্টিমার লঞ্চ চলে
কত মৎস্য চরে
তব স্বচ্ছ জল আবহমান কাল
টলমল করে
মটর লঞ্চ করে, বানিজ্য সম্ভার ভরে
খুলনা শহরে যাই
তব বক্ষ দিয়ে যায় কত নাইয়ে
নয়নে দেখতে পাই
জলে কত মৎস্য চিরঞ্জে, ধীরবগন সকাল সাঝে
মৎস্য শিকার করে
বড়শি জাল ফেলে তব বক্ষের জলে
রুই কাতল ধরে
খেয়ে হই তুষ্ট, শরীর হয় পুষ্ট
সবই তব দান
তব তীরের আধিবাসি, মোরা তোমায় ভালবাসি
ওগো রূপসী মেয়ে
মোদের এই মিলামিশা, মোদের এই ভালবাসা
শুধু তোমায় নিয়ে
মোরা ভালবাসার লোকগুলি, যদি কভু যায় ভুলি
তুমি রেখ মনে
করেছিনু যে আশা, গড়লে তুমি ভালবাসা
সকলের সনে।

বিদ্যা মহাধন

সকলের বড় সেই বিদ্যা আছে যার
বিদ্যার সমধন কিছু নাহি আর
সবধন ক্ষয় হয় চিরকাল দিলে
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেঁড়ে
যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে
চোরে কভু নাহি পারে করিতে হরণ
জ্ঞাতিগনে নাহি পারে করিতে বন্টন
বিদ্যানশীল নর হয় সকলের প্রধান
বিদ্যাহীন লোক বটে হয় পশুর সমান
কেবল আপন দেশে হয় রাজা পুজ্যবান
স্বদেশ ও বিদেশে পাবেন বিদ্যার সম্মান
শৈশব বিদ্যা শিক্ষা করিবার কাল
এই কালে না শিখিলে ঘটিবে জঞ্জাল
বীজ বপনের সময় এখন কর বীজ বপন
হেলা ধুলায় কাটালে ভাই সবই বিসঞ্জন
তাই বলি এই সময় ওহে শিশুগন
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

তারিখ ঃ ১৮/০৪/১৯৮১

শিক্ষা মন্ত্রীর আগমন

আজিকার দিনে এই কলেজ প্রাঙ্গনে
কেন এত মাতামাতি
বহুদুর থেকে শত কাজ রেখে
এসেছেন এক মহান অধিপতি
তাঁর আগমনে এই শুভক্ষনে
মোরা যত কর্মচারী দল
হয়ে আনন্দিত করি অবিরত
মহানন্দের কোলাহল
যার অনুকম্পায় খোদার ইচ্ছায়
গঠিত এই মহা প্রতিষ্ঠান
তাঁর অছিলাতে মোরা সকলেতে
পেয়েছি কিছু শিক্ষাদান
মোরা নগন্য অতি হে অধিপতি
লও মোদের সালাম ও তছলিম
ভক্তি অর্ঘ ছাড়া কিবা দিব মোরা
মোরা যে গরিব মুসলিম
এই ক্ষুদ্র দান ওহে সুমহান
কভু দিওনা জলাঞ্জলি
যুগ যুগ ধরি দিতে যেন পারি
ঐ চরনে পুষ্পাঞ্জলি
কর আশির্বাদ, পুরে মনোসাধ
হতে পারি কৃতি সন্তান
দেশের খেদমতে পারি যেন দিতে
এই জান কোরবান
মোদের কামনা দাওহে প্রেরনা
ওহে দানবীর
হতে পারি যেন তব অনুসারী
কর্তব্যে কর্মবীর
এই আকিঞ্চন করে, যাই প্রভুর দরবারে
ওগো দয়াময়
রেখ দীর্ঘজীবি করে, মোদের শিক্ষামন্ত্রীরে
দীর্ঘ সময়।

তারিখ ঃ ১৫/০৪/১৯৮১

একুশের স্মরণে

আমি সেই
অসীম নিলীমার হরিতালিকা
অকুপার তরঙ্গমালা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার
বারিধারা।

আমি সেই
লাল পলাশ রক্তজবা, খুনের শোনিত
রুধির সিক্ত ঢাকার রাজপথ

আমি সেই
পশ্চিমা বায়সের ঠোকানো লাল শিমুল
লাল গোলাপ, লাল পদ্ম

আমি সেই
বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর
লক্ষ লক্ষ শহীদের লাল রক্ত
আমি তোমার কাছে এই দিনে ফিরে আসি মা
তুমি আর কেঁদো না।

তারিখ ঃ ১৫/০৫/১৯৯০

ছোট মা

বহু কাল আগে, মনে আজি জাগে
ছোট মায়ের কথা
আমি ছোট ছেলে, নিতে কোলে তুলে
সেই ছোট মাতা
মোদের বাড়ি গেঁসে, পশ্চিম পাশে
ছিল মায়ের বাড়ি
ভোর বেলা হলে আসতো মা চলে
লয়ে হাড়ি কুড়ি
কুনচির তৈয়েরি ঘরে, পাতার ছাউনি উপরে
বিছাতাম ছিড়া ছালা
একটু উচু করে মাটি, খুপার দিতাম খুটি
ঝুলাতাম ফুলের মালা
কয়েকটি পুতুল নিয়ে, দেওয়া হতো পুতুল বিয়ে
দেখতো লোক জনে
মা ছিল খেলার সাথী, আরো কত নাতি পুতি
তাদের কথা নাই মনে।

তারিখ ঃ ২২/০৪/১৯৮৮

শহীদানের স্মরনে

যাঁদের কথা লিখতে হেথায় চোখে আসে জল
মরণে তাদের শিক্ষা দিল সত্যের আছে বল
মায়ের ভাষা করতে রক্ষা দিয়েছে যাঁরা প্রাণ
ভূলি নাই কভু, ভূলবো না মোরা তাঁদের অবদান
অমর হয়ে আছে তাঁরা বাংলার ইতিহাসে
তাঁদের কথা আজও বলে বাংলার সবুজ ঘাসে
মা বলিতে কত সাধ ছিল শহীদানের মনে
সেই কথা আজ পড়ে মনে ৮ই ফাল্গুনে
আজও তাঁদের রক্ত মাখা আছে শিমুল ফুলে
এখনও তাদের ডাক শুনা যায় পদ্মা মেঘনার কুলে
বাংলার পাখি গাহে গান আজি বাংলা ভাষার সুরে
তাদের স্মরণ করবো মোরা সারা জনম ভরে।

তারিখ ঃ ১২/০৩/১৯৯৭

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা এলো এবার অনেক বছর পরে
জয়ের ধ্বনী ছড়িয়ে দিল বংলার ঘরে ঘরে
বারটি মাসের একটি দিন সেই ১৬ই ডিসেম্বর
মোদের জীবনে দিল সাড়া আজ ছাড়িয়ে হুঙ্কার
আকাশে বাতাসে জয় জয় রব বাঙ্গালী সন্তান
তাই জাতীর জীবনে শ্রেষ্ঠ আজি শহীদের অবদান
বাঙ্গালী আজ নহে পরাধীন গর্বে ফাঁটে বুক
বিজয় মোদের মুছিয়ে দিল অতিতের যত দুঃখ
সালাম জানাই মোরা আজি তাদের রাঙ্গা পায়
জীবন দিয়ে আনলো যারা আমাদের এই বিজয়
দিয়েছি জীবন দেয়নিতো মান, গাহি এই জয়গান
বিশ্বের বুকে হতে যেন পারি আমরা গরিয়ান
খোদার কাছে করি মোনাজাত ওহ খোদা দয়াময়
পূর্ব গগনের সোনালী সূর্য্য চীরদিন যেন রয়।

তারিখ ঃ ২৭/০৬/১৯৯২

কবে হবে দেখা

কবে হবে দেখা মোর সোনা বন্ধুর সনে
সেদিন গাঁথবো মালা পরবো গলে বসে দুজনে
দুর নীলিমায় চাঁদের হাসি পাগল করে মন
আসবে কবে সোনা বন্ধু, মোর হবে দর্শন
আমি তাঁর আঁশায়, বসে আছি গহিন বিজনে
ফুলের বনে মধুকার মধু করে পান
ব্যাথা ভরা হৃদয়খানি করে আনচান
বুঝলি না তুই কি যাতনা কি বিরহ মনে
চাঁদের গলায় তারার মালা দেখতে মনোহর
মোর সাদা মনে দাগা দিয়ে থাকলি জীবন ভর
তাই তো বলি মনোচোরা, তোরে পাবকি এ জীবনে।

তারিখ ঃ ২৫/০৩/১৯৮৩

নেই ভেদাভেদ

সবাই মোরা আদম সন্তান, দেখ চিন্তা করে
মানুষ ভুল বুঝিও নারে, মানুষ ভুল বুঝিও নারে
ওরে ও মানব জাতী, ছেড়ে দাও কু রিতিনীতি
গড়ে তোল প্রেম প্রীতি মানবের ভিতরে
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি আর মুসলমান
গড়েছে সেই মহাজন, দুনিয়ার মাজারে
মসজিদ, গির্জা, মন্দিরেতে, গড, ভগবান, আল্লাহতে
পার্থক্য নাই কোনটাতে, দেখ চিন্তা করে
যেই পানি সেই জল, মিছে কেন গোলমাল
মানব জনম হবে বিফল, ওই কুসংস্কারে
কেহ করি নামাজ রোজা, কেহ করি উপস পুজা
যার যা মনে যেটা সোজা, মোরা যাই তাই করে
হিন্দু বাড়ী পড়লে নামাজ, মরে কি যায় হিন্দু সমাজ
ভগবান তাতে হয় কি নারাজ, দেখ চিন্তা করে
মাটির কলসির নাই তো জীবন, ছুই তারে হয় কি মরন
এই কথা রেখে স্মরণ সবাই সকলের তরে।

তারিখ ঃ ২৮/০৪/১৯৮৫

হারানো সাথী

একদা আমেরিকার পথে, জানিনা সে কিবামতে
পাড়ি দিলেন যিনি,
আজ দীর্ঘ দিন পরে, কিবা কি মনে করে
ফিরে আসলেন তিনি,
(তাকে) বিদায় দিতে সেদিন হয়েছিনু বেদনায় হীন
নয়নে ঝরে ছিল বারি
আজিকার এই ক্ষনে, তাইতো পড়েছে মনে
পেয়ে উপস্থিতি তারি।
হারানোকে ফিরে পেয়ে, শ্রদ্ধার অঞ্জলী দিয়ে
বরন করিলাম তাকে
ভালবাসি চা-নাস্তা, হইয়েছে তর ব্যবস্থা
খেয়ে নি এই ফাঁকে
তার এই আগমন, পুলকিত সবার মন
আজিকার এই দিন।
হোক আজ স্মরনীয়, হোক আজ বরনীয়
হৃদয়ে বাজিছে বীন।

তারিখ ঃ ২৫/০৪/১৯৯২

পায়খানা

ওরে পায়খানা তোর জ্বালাতে জীবন বাঁচে না

পায়খানাটা কঠিন ব্যাধি, হয়ে থাকে কারো যদি

সেই ছাড়াতো অন্য কেহ জানে না।

যখন তখন তাড়ায় ওরে, পেটের মাঝে ভূষ ভাষ করে

না গেলো তো ভাল লাগে না

অপরিমান খাইলে পরে, অর্জিনতে ধরা পড়ে

শেষে দুঃখ কাঁদলে সারে না।

রাত্রি কালে আসলে ধেয়ে, দৌড়াঁতে হয় হুমড়ি খেয়ে

বাঘ ভাল্লুক ভয় যে থাকে না

আমসায়ে যে কত জ্বালা, সহজে তা যায়না বলা

বেশি হইলে প্রাণে বাঁচা দায়, হাগু বাবু চাপ মারিলে

সকল কথা যাইরে ভুলে

বদনা লওয়ার সময় জোটে না।

তারিখ ঃ ২৮/০৩/১৯৮১

টেলিভিশন

ভিসিআর, আর টেলিভিশন যদি থাকে বাড়িতে
লাগবেনা আর স্কুল কলেজ, শিক্ষা বিধান করিতে
শিক্ষা লইতে চাইলে মনে সুইজেতে দিবে টিপ
ঝলক মেরে উঠবে জ্বলে ভি,সি,আরের প্রদীপ
তাতে নেচে গেয়ে শিক্ষা দিবে হবে না বই পড়িতে
তাই আজই একটা কিনে ফেলুন করবেন না বেশি দেরি
ওই ছেলে মেয়ের শিক্ষা দীক্ষার বিঘ্ন হইয়েছে ভারি
এবার জ্ঞান পাব সরাসরি যাব না স্কুলেতে
ডিস এন্টিনা আইছে দেশে আনন্দের আর সীমা নাই
বিশ্ব চ্যানেল দেখবো মোরা নিজ ঘরে বসে তাই
এবার ঝুমুর ঝুমুর নাচ দেখিব নানা রকম ঢংঙেতে
বিজ্ঞানের অশেষ অবদান বানাইলো টেলিভিশন
নিত্য নতুন নানা রকম শিখাইতেছে জ্ঞান বিজ্ঞান
ধন্য মোরা বিশ্ব বাসি এই নব যুগেতে
তাই সালাম মিয়া ডেকে বলে শুন বাংলার ভাবিগন
ভাইজানদের আজি একটি টেলিভিশন কিনতে কন
নাইলে রাগ করিয়া থাকবেন বসে, ভাত রাধবেননা হাড়িতে।

তারিখ ঃ ০৫/০৪/১৯৮৬

দোষ কার

শুধু মেয়ে জন্ম দেয় বধুদের দোষ
শ্বশুড়, শাশুড়ী আর স্বামী অসন্তোষ
শ্বাশুড়ী বধুর তরে রাগে ঝাড়ে ঝাল
অসহায়া বধু কাঁদে পোড়া মোর কপাল
কি কারনে মেয়ে হয় কিবা পাপ ছিল
নিষ্ঠুর পাশানের সাথে বাবা বিয়ে দিল
পুরুষের শুক্রানুতে থাকে XY
নারীদের ডিম্বানুতে থাকে XX
যদি মিলনেতে (X)(X) হয় এক স্থানে
শুধু মেয়ে জন্ম নিবে তবে নিও জেনে
ডিম্বানুর (X) যদি (Y) এর সাথে মেলে
সত্য কথা জেনে নিও তবে হবে ছেলে
প্রজনন বিদ্যা তব লেখে এ কথা
শ্বশুর শাশুড়ীকে বলি দিও নাকো ব্যাথা
বধুদের কোন দোষ নেই এই খানে
শুধু মেয়ে জন্ম দেয় পুরুষের কারনে
মিলনের মহাসুখ মধুর সমান
মেয়ে জন্ম নিয়ে কেন হই অপমান।

তারিখ ঃ ০৭/০৪/১৯৮৪

ভন্ড ধার্মিক

মাথা কুটে হরি বলে হবে কি
বুঝবি মেয়ে অবশেষে, ঘাড়ে ব্যাথার জ্বালা কি
তাই না বুঝে মান ধর্ম তত্ত্ব পাগলামিতে হয় মত্ত্ব
যে দিন হারাবি এই পৃত্তি সত্ব, বুঝবি সেদিন ঠেলা কি
তজবী হাতে মালা গলায়, বেড়ায় শুধু ধর্ম শালায়
সু কর্ম রেখে ধর্মশালায়, ঠেলায় মেলায় পেলে কি
জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম সুন্দর, এ কথা হয় গীতায় প্রচার
এতেই তুষ্ট জগৎ ইশ্বর, করিষ কেন মাতলামি
উড়াকান্দির যতমত, জয় ডাকে দিয়ে গুত
লাফায় শুধু সিংহের মত ফল তাতে হল কি
তাই কবি বলে ধর্মের মর্ম করলে সদা সু-সৎকর্ম
তবে পাবি ধর্মের মর্ম করিস না মন চালাকি।

তারিখ ঃ ১৩/০৬/১৯৮৭

মায়ের পুজা

মায়ের পুজা করিসরে মন, পুতুল পুজা করিস না
পুতুলের নাই আত্ত্ব শক্তি, পুতুলকে করিলে ভক্তি
পারবে কি সে পারে নিতে, চিন্তা করে দেখ না।
তাই জ্যান্ত মায়ের কর সেবা, অন্ন বস্ত্র তারে দিবা
তবে তুমি স্বর্গ পাবা, বেদ বিদান্তে যায় জানা
যে মা তোরে গর্ভে নিছে, ছুটে যা সেই মায়ের কাছে
লুটে পড় তার পায়ের নীচে, কর তার আরাধনা
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, এই কথা গীতার মর্ম
কর তার সধনা।

তারিখ ঃ ০৭/০৪/১৯৮৪

ভূলিওনা

আমার প্রাণের সোহেলী, মোরে যেওনা ভূলি
তোমায় আমি কিনে দিমু চুড়ি
তোমায় আমি ভালবাসি মনেরই মতন
তোমারে না দেখলে আমার মন করে কেমন
তাই তোমারে নিয়ে যাব ঢাকাতে চলে
ঢাকায় গিয়ে কিনে দিমু শাড়ি
দেখ তোমার দিদি মোটেই আমায় ভালবাসে না
সে কর্ম নিয়ে থাকে পড়ে আমায় দেখে না
তাই তোমারে নিয়ে খাব আলাদা হয়ে
তাই তোমারে আমি কিনে দিমু হাড়ি
স্কাট তোমায় কিনে দেব, দেব গলার হার
তোমায় নিয়ে যাব আমি সিলেট, কক্সবাজার
সেথায় গিয়ে তোমায় আমি কিনে দিমু গাড়ি।

তারিখ ঃ ২০/০৫/১৯৮৫

মশার কামড়

মশার কামড়ে ভাইরে জীবন বাঁচে না
কেমন করে পাব রক্ষা কেউ তো বলে না
যেমন মশা তেমনি গরম প্রাণ বাঁচে না
রাত্রিকালে শুইলে আবার ঘুম যে আসে না
ডাক্তারের অভাব দেশে বলে এনোফিলিস আর কিউলিসে
এম,বি,বি,এস ডাক্তার মোরা ভিজিট নিব না
ইনজেকশনে করবো চেষ্টা কোউ সুস্থ রবে না
ফাঁকা পাইলে পায়ের পাতা, তাহলে আর নেই কথা
ঘচাং করে দেব মেরে টেরকি পাইবে না
সারা রাত্র চুলকাই মরবে তার ঔষধ মিলবে না
মশারী যার নাই ঘরে, মশারাই তার কাম সারে
মজা মাইরে খাবে মানুষ কোন চিন্তা নাই
এবার মোরা দেশের রাজা কাউকে না ডরাই
জার্মান, জাপান, বাংলাদেশে, কতশত সন্য আছে
তাদের চেয়ে আমরা বেশি তাকি জান না
কামড় দিয়ে ফুড়ুৎ দিতে সময় লাগে না
বন্ধুক আর কামান রাইফেল, মোদের কাছে ওসব ফেল
মোদের সুচের সামনে কেউ যাইতে পারে না
কামড় দিয়ে উড়াল দিতে প্লেন লাগে না।

তারিখ ঃ ২৫/০৭/১৯৮৬

বর্তমানে

বর্তমানে বাংলাদেশের রাস্তা ঘাটে চলা দায়
নানা রঙ্গের পোশাক পরে হুর পরীরা আসে যায়
দেশে আইছে ছাপার শাড়ী
কিনছে লোকে কুড়ি কুড়ি
ছুরি যদি একটা কেনে, বুড়ি কেনে খান পাঁচ ছয়
পরে আবার ছাপার শাড়ি, চলে তারা রাস্তাজুড়ি
কবি বলে কোনটা বুড়ি কোনটা ছুরি চেনা দায়
পরে কেহ প্যান্ট শার্ট, চুলে লাগায় বব ছাট
দেহ আবার পোড়া কাজ যেন জ্যান্ত কালে হেঁটে যায়
কেহ আবার বেজয় মুটকি কেহ আবা বেজায় শুটকি
চলতি পথে দেয় ফাটকি ফুটকি
দেখি চৈত্র মাসে চাদড় গায়
যত দেশের কুজো বুড়ি তারাই দেয় বোরকা মুড়ি
চুল ফুলাইয়া চলে ছুড়ি
দেখতে ভাইরে ভালুকের ন্যায়
কে যায় এ করে না কেয়ার
হেয়ার বিয়ার লাগুন টাইগার
আধগোড়ে সব মেয়ে দেয়ার
দেখি সদা নিয়োগ পাই।

তারিখ ঃ ১৬/১০/১৯৮৭

কবি মোসলেম স্বরনে

দিবা নিশি তোমার জন্য কান্দে আমার প্রাণ
আমি আইছি তোমার বাড়ি, তুমি গেলে কোন স্থান
১। পিতা তোমার আব্দুল ওয়াহেদ, মাতা মুসলিমা
তোমার মত দরদের বন্ধু আরতো পাব না
নড়াইলের সদর থানা, তারাপুর গ্রাম
সারা বংলায় জুড়ে আছে তোমারই সুনাম
আমরা তোমার ভক্তবৃন্ধ, শ্রদ্ধাঞ্জলি করছি দান।
২। জন্ম তব ১১ই বৈশাখ, বাংলা ১৩১০ সাল
অমর হয়ে থাকলে তুমি ধরায় চির কাল
১৩৯৭ সালের তেশরা ভাদ্র
চির বিদায় নিয়ে মোরে করিলে দরিদ্র
আরকি তোমায় পাব ফিরে, বুকে বইছে শোকের বন্যা
৩। তব দোয়া পীর পরশ উল্লাহ, গুরু পীর মোক্তাদের
নতশিরে ছালাম জানাই কদমে তাদের
১৩২৮ সালে তুমি ইমাম যাত্রা গাও
১৩৩০ সালে দেখি ভাব গানে যাও
আবার ১৩৩২ সালে শুরু করলে জারীগান

৪। কত জারী শাড়ী ভাটিয়ালী দিলে মোদের উপহার
জীবন ভরে করে গেলে তাই মোদের উপকার
কত স্নেহ ভালবাসা তুমি মোদের দিলে
আবার চির কাঙ্গাল করে তুমি কোথায় চলে গেলে
ধন্য হলাম এ জন্মে মোরা পেয়ে তোমার অবদান
৫। সালাম মিয়ার এই নিবেদন সবার চরনে
প্রতি বছর আসবো মোরা এই কবির স্মরনে
তোমার স্নেহ ভালবাসা, কভু যাবনা ভূলে
দোয়া করি তোমার জন্য এ হৃদয় খুলে
তোমায় মাফ করে দিক গুনা খাতা দয়া করে সোবহান।

তারিখ ঃ ২৩/০৩/২০০১

পিওন পোষ্ট

পিওন পোষ্টে চাকরী করা
নেইকো এতে কোন লাজ
ভব মাঝে এর মত আর
নাইকো কোন সহজ কাজ
অল্প বিদ্যায় বাবু সাজা
নহে এটা কম কথা
বেশি বিদ্যায় চিন্তা বেশি
খারাপ হয়ে যায় মাথা
বুড়া কভু হয়না কেহ
সদা সবাই যুবক রয়
মন খুশিতে কাজ করিয়ে
ঘুরে সারা অফিসময়
ছেলের ছেলে ভাইয়ের ছেলে
বলছে এসে মিয়া ভাই
একটু খানি দাওনা পানি
পিপাশাটা যাই মিঠাই
দাঁত পড়লে দাঁত গজায় কি
চুল পড়লে উঠে চুল?
চক্ষু থাকতে অন্ধ হলে
জ্ঞান চোখে কি ভাঙ্গে ভূল।

তারিখ ঃ ০৩/০৯/১৯৮৯

বর্তমান বিশ্ব

মশার কামড়ের চোটে জীবন বাঁচা দায়
কেমন করে পাব রক্ষা কি করি উপায়
যেমন মশা তেমনি গরম বাঁচা হলো দায়
মশার কামড়ের চোটে ফুশকা হলো গায়
ঘরের কোনে ঝোপের ভিতর মশকগনের বাসা
বলতে গেলে তাদের কিছু শোনায় ইংরেজী ভাষা
কাদের গনের সৈন্য মোরা শোন বলি ভাই
মোদের হাতে নমরুদ মরল জানা আছে তাই
ওদের কথা শুনে আমার প্রাণে লাগে ভয়
ভাবি মনে মানুষ নাকি করছে বিশ্ব জয়
মানুষ নাকি বুদ্ধির বলে করছে তৈয়ার বোমা
তবে কেন মশার কাছে চাইছে মানুষ ক্ষমা
হাইড্রোজেন আর এ্যাটাম বোমা বানাইছে কত
বন্দুক আর কামান রাইফেল করছে অবিরত
এসব দিয়ে শুধু দেখি মানুষ মারা যায়
এমন কর্ম কেমন করে মানুষের শোভা পায়
সৃষ্টির সেরা মানুষ জাতি, সভ্য জাতি যারা
তাদের পক্ষে মানুষ মারা এই কি নীতির ধারা
জরা জীর্ন পল্লীর মানুষ মশাই খাইলো চুষে
সমাজনীতির দিবা বাগে, মারছে মানুষ ঘষে
একটি বোমা করতে তৈয়ার কোটি টাকা ব্যায়
অনাহারে মরছে কত আর বিনা চিকিৎসায়।

তারিখ ঃ ০১/০৫/১৯৯১

শিয়ালের বিয়ে

ডাক ডুমাডুম বাদ্য বাজে খেঁকশিয়ালের বিয়ে
জোনাকিরা বাড়ি বাড়ি বেড়ায় খবর দিয়ে
ঢোলক বাজায় পাতি শিয়াল, ব্যাংঙে গাইছে গান
বেজি মামা কিনতে গেছে মিষ্টি মন্ডা পান।
কাঠবিড়ালী মাছ ধরছে, ইঁদুর বাজায় বাশি
বানর বাজায় হারমোনিয়াম, চিতা বাগে কাশি
খাটাশ রাঁধে ঘাটা আর বাঘে রাঁধে গোশ
ভাত রাঁধে বিড়াল বসে, সর্প করে ফোশ
খরখোশ এস বরন বাটে হাতে নিয়ে কুলা
কুলায় ছিল চাউল, ডাউল, ধনে, জিরা, মুলা।

তারিখ ঃ ০৫/০৭/১৯৯২

কোথায় ছিলাম

কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যেতে হবে ,
কে আমাকে ভালবেসে সে কথাটি কবে।
কেহ বলে মাতৃগর্ভে ছিলাম দশটি মাস
সেথায় কিবা খেতাম কিবা পড়তাম কিমনে ফেলতাম নিশ্বাস
এ কথাটি হয়রে বিশ্বাস
এসেই এই ধুলিপূর্ণ ভবে
আবার কেহ বলে দ্রিতল পদ্মে ছিল আমার বাস
সোথায় কোটি ভাইয়ে মিলেমিশে করতাম বসবাস
বিধাতার কি পরিহাস পাঠাইল এই ভাবে
কবি বলে চলার পথে কিবা মতে পেলাম এক সাথী
তাহার সাথে রঙ্গ রসে কাটল দিন দুই চার রাতি
সকল স্মৃতি সকল প্রীতি কেন হেথায় পড়ে রবে।

তারিখ ঃ ০৮/০৩/১৯৯৩

লাজুক মেয়ে

ভাবিনিতো কোনদিন তব বাসিব ভালো
তবে কেন এ হৃদয়ে বাতি জ্বালো
রূপের আলো জ্বেলে কেন মোরে কাছে নিলে
এখন কেন ব্যাথা দিয়ে মারো তিলে তিলে
তুমি কি দেখনি কভূ ওহে রূপবতি
পড়ে মরে জ্বলিলে মোমবাতি
ফুলের গন্ধ বিলায় বলে সবে ভালবাসে
মধু দেয় বলে ফুল ভোমর সেথায় আসে
দেখ গিয়ে মধু যদি না দিত কভু কোন ফুল
অলিকুল যেত কি বল সেথায় ভূলে
মেঘে বারি দেয় বলে চাতক থাকে চেয়ে
তোমার কি নাই প্রেম ওহে লাজুক মেয়ে
লাইলি কেন মজনুকে বেসেছিল ভাল
জুলেখা ইউসুফকে কেন পাগল বানালো
যত ভাবি তোমায় ছেড়ে যাব আমি চলে
তত কেন এ হৃদয় পোড়ে দাবানলে
ভালবাসা যদি হয় মোর অপরাধ
ভালো তবে বাসে কেন নিলীমার চাঁদ
চাঁদ যদি কলঙ্ক নিয়ে বিশ্ব করে জয়
ভালো তুমি বাসতে আমায় কিসে কর ভয়।

তারিখ ঃ ০২/০৫/১৯৯৪

শ্বশুর বাড়ি

আর কত কাল থাকিব মনা এসে শ্বশুর বাড়ী
ভেবে দেখো একদিন তোর যেতে হবে ছাড়ি
মজা মাইরে খাচ্ছ খানা শ্বশুর বাড়ি বসে
কখন তোর আজরাইল তোমায় দেখা দেয় এসে
সেদিন তোমায় বাঁধবে কষে
তুই খাবি গড়াগড়ি
শালা-শালি নিয়ে তুমি করছ কত খেলা
পিছন ফিরে চেয়ে দেখ তোর ডুবে যায়রে বেলা
তাই আর করিসনে অবহেলা
সামনে মরনগাড়ি
রং তামাশায় রইলি মজে ভেবে দেখলি না
একদিন তোমার সঙ্গী-সাথী কেউ তোর রাবে না
সেদিন সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না
যাবে শুধু সাদা শাড়ি
কবি বলে শোনরে মনা হওরে হুঁশিয়ার
এবার নিজ বাড়ি যাইবার জন্য হও তৈয়ার
তাই সময় থাকতে কর যোগাড়
ঐ পরপাড়ের কড়ি।

তারিখ ঃ ১৭/১০/১৯৮৮

সোহেলী

সোহেলী খানমের জন্য আমার পরাণ পরে ক্যান
সেযে আমায় ভালবাসে দিয়ে মন প্রাণ।
সে আমায় দেখলে ছুটে আসে বসে আমার পাশে
আদর আর সোহাগে কত ভালবাসে
মাঝে মাঝে সোহাগ করে দাড়িঁতে দেয় টান
আমার বন্ধের দিনে, যে দিন আমি শুয়ে থাকি বাড়ি
সোহেলী এসে মোর ভূড়ির উপর যায় গড়াগড়ি
মাঝে মাঝে চিমটি কেটে দু হাতে ধরে কান
দাদু দাদু বলে আমায় সদা সে ডাকে
মাঝে মধ্যে চুমো খায় আমার দুই মুখে
সকাল বিকাল ভালবেসে বেট দেয় রে পান
দাদু বলে ভালবাসায় এত যাতনা
যে করেনি ভালবাসা সে তো বুঝে না
ঐ রোগেতে মরল আজি কলির পোলাপান।

তারিখ ঃ ১৩/১০/১৯৮৫

বৌদি

ওগো বৌদি
তুমি স্বর্গের কিন্নরী নাকি কওদি
ভুলিয়া কি তব বিধাতায়, পাঠাইয়া এ ধরায়
জানতে মোদের কুশলাদি
তব স্নেহের পরশ পেয়ে, যাই গান গেয়ে
চীরদিন রবে মোদের বল দি?
পেয়ে তব স্নেহ প্রীতি, এঁকেছি হৃদয়ে তব স্মৃতি
থাকবে এ হৃদয়ে হয়ে অনাদি।

তারিখ ঃ ১২/০৩/১৯৮৩

কপতাক্ষ তীরে

বহু কাল পরে এসেছে হেরিতে তব
জন্ম কুটির মোর প্রাণ ভরে দু নয়নে
কপতাক্ষ নদ তীরে কুঠির খানি তব
পুস্তক মাঝে শুধূ পরিচয় আগে
হেরিলাম তব কুঠিরখানি কত ভাষা
মিশে আছে প্রতি ইট, ধুলিকনা মাঝে
তব স্মৃতি আকা মুর্ত্তিখানি বারে বারে
কি যেন বলে মোরে, বুঝিতে নাহি পারি
অজ্ঞ আজি, এসেছি তব দ্বারে এ দীন
দাও কিছু মোরে ফিরায়োনা শুন্য করে
আম্র কাননে খুজেছি তোমাকে,
দর্শন যদি পাই ,কহিব দুটি কথা প্রাণ ভরে
বক্ষ তীরে ঘুরে দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে
তুমি ছিলে তুমি আছো এ অবনী পরে।

তারিখ ঃ ১৫/০২/১৯৮৪

অবকাশ

টিকটিক করে ঘড়ি দিনরাত চলছে
জীবনের অবকাশ নেই তার বলছে।
সীমাহিন জগতের আমি এক পরিচয়
আমাকে নিয়ে তাই সবকিছু নির্ণয়
আমি যদি থেমে যাই হবে সব বন্ধ
ঘটবে যে জঞ্জাল বেধে যাবে এক দন্ধ
মোর পরে দেয়া আছে দুনিয়ার সব ভার
থেমে গেলে সব কিছু ভেঙ্গে হবে চুরমার
থামে কি নদী স্রোত কাঁদে যদি নদী তট
নীরব থাকি যদি, খুলবে কি দোকান পাট
অফিস আর আদালত চলে এক নিয়মে
কে দেবে বলে তা থাকি যদি ঘুমিয়ে
সকলের তরে আমি করি এই কামনা
এই কর্মময় জীবনে তা অবকাশ চাহি না।

তারিখ ঃ ২৫/১০/১৯৮৫

কি লিখব

বিশ্ব মাঝে আমি নিঃস্ব কবি লিখি কেমন করে
সব নিয়েই তো বিশ্ব কবি লিখেছেন খাতা ভরে
বাকি কিছু ছিল যাহা সব বিদ্রোহী নজরুল
নিজের খাতার লিখতে তাহা করে যায়নি ভূল
সত্যেন বাবু নহেন কাবু, তিনি ছন্দের যাদুকর
মধুবাবু শেষ করেছেন দিয়ে অমিত্রাক্ষর
পল্লীর মাঝে ছিল যাহা জসিম তাহা করেছে শেষ
জীবনানন্দের ভালবাসায় রঙ্গীন হল বাংলাদেশ
বন্দে আলীর চিন্তা বেশি নিয়ে ময়নামতির চর
সাত সাগরের মাঝি দেখে ফাররুখের মন হয় মূখর
গোলাম মোস্তফা সদা ব্যাস্ত নিয়ে বুলবুলিস্তান
হেমচন্দ্র গেয়ে গেল জীবন ভরে জীবনের গান
আহসান হাবিব হলো মুগ্ধ দেখে এই রসত্রিশেষ
লোক থেকে লোকান্তরে দিচ্ছে মাহমুদ উপদেশ
কালিদাসের ছুটি হলো কামিনী রায় রয় সুখে
চড়ুইবাতির কথা শুনে আবদার রশিদের মুখে
কায়কোবাদের মহাশশ্মান দ্বির্জেন বাবুর আলেখা
সুকান্তের ছাড়পত্র যতিন বাগচীর সব লেখা
আবু জাফরের তিমিরান্তিক, রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলী
সাহাবউদ্দিন জুলেখার মন মোজাম্মেলের কুসুমাঞ্জলী
ওবায়দুল্লাহের সাত নারীর হার, আলাউদ্দীনের মানচিত্র
তৃষ্ণার অগ্নিতে জ্বলেন শাহাবুদ্দিন একা মাত্র
মনির ভাইয়ের দুর্লভ দিন হাফিজ বিমুখ প্রান্তর
দুঃসময়ের মুখোমুখি কাঁদে তাই শামসুর অন্তর
নদী ও মানুষ নিয়ে লিখেছেন ভাই সানাউল
মোতাহার হোসেন সারাজনম সনেটে রয় মসগুল
আহসান ভাইয়ের অনেক আঁকাশ গবিন্দ দাসের কুমকুম
মহিত লালের সাহিত্য বিতান দিলরুবাতে কাদের ঘুম
সাঝের মায়ার কাতর বেশি বড় আপা সুফিয়া
চাষী নিয়ে করছেন চিন্তা ছোট আপা রাজিয়া
গদ্য কবির ভিড়েতে ভাই কিছুতো আর নেই বাকি
আমি কবি ভাবি বসে তাই কি দিয়েই বা কি লিখি।

তারিখ ঃ ২৮/০৯/১৯৮৫

শ্বশুর বাড়ি

আর কত কাল থাকিব মনা এসে শ্বশুর বাড়ী
ভেবে দেখো একদিন তোর যেতে হবে ছাড়ি
মজা মাইরে খাচ্ছ খানা শ্বশুর বাড়ি বসে
কখন তোর আজরাইল তোমায় দেখা দেয় এসে
সেদিন তোমায় বাঁধবে কষে
তুই খাবি গড়াগড়ি
শালা-শালি নিয়ে তুমি করছ কত খেলা
পিছন ফিরে চেয়ে দেখ তোর ডুবে যায়রে বেলা
তাই আর করিসনে অবহেলা
সামনে মরনগাড়ি
রং তামাশায় রইলি মজে ভেবে দেখলি না
একদিন তোমার সঙ্গী-সাথী কেউ তোর রাবে না
সেদিন সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না
যাবে শুধু সাদা শাড়ি
কবি বলে শোনরে মনা হওরে হুঁশিয়ার
এবার নিজ বাড়ি যাইবার জন্য হও তৈয়ার
তাই সময় থাকতে কর যোগাড়
ঐ পরপাড়ের কড়ি।

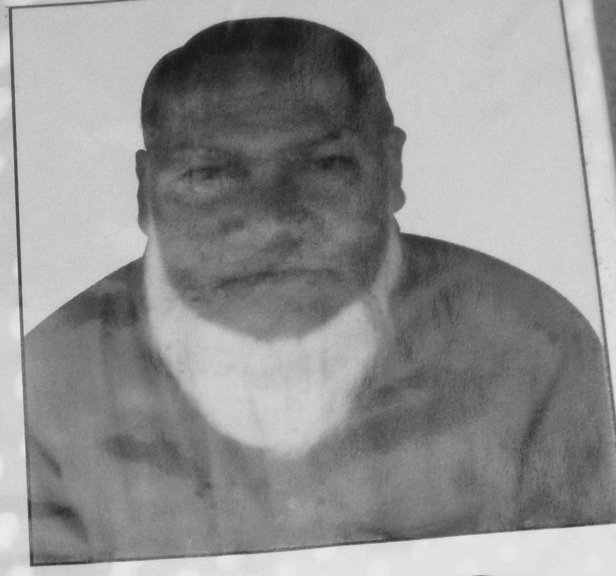
তারিখ ঃ ১৭/১০/১৯৮৮

বিদায় অভিনন্দন

কোন এক শুভদিনের শুভলগনে
উদয় হয়েছিল শশী কলেজ প্রাঙ্গনে
তার আগমনে মোদের মহাবিদ্যালয়
আলোকিত হয়েছিল যেন দেবালয়
দক্ষিন মলয় নেচেছিল হয়ে পুলকিত
সারা কলেজ হয়েছিল যেন আলোকিত
ফুলবনে লেগেছিল রঙ্গের মেলা
মধুকরে গুনঞ্জনে করেছিল খেলা
স্বাগতম জানিয়ে তোমায় দিয়েছিলাম মালা
কুহুতানে কোকিল সবে গেয়েছিল গান
ভূলব না তোমায় কভু তব অবদান
দয়া করে অধমেরে দিয়েছিলে দেখা
সেদিন হতে হৃদয় পটে তোমার ছবি আঁকা
ভাবিনিতো কোনদিন এইদিনের কথা
আসিবে এমন দিন মনে তব ব্যাথা
দিয়েছিলে কত স্নেহ কত ভালবাসা
খেদমত করিব তব করেছিনু আশা
কত যে মহান তুমি কত যে উদার
ভাষায় বর্নিতে সাধ্য নাহি অভাগার
পেয়েছিলাম কহিনুর ধরেছিলাম বুকে
বিধির নিবার তাই বাদ সাদত সুখে

মিলাইল যেই জন সেই নিল কেড়ে
নিয়তির খেলা তাই চলিয়াছ ছেড়ে
বুকভরা ব্যাথা নিয়ে করিলাম বিদায়
আল্লাহ যাহা করে আমি রাজি আছি তায়
এ জীবনে তব দেখা পাব কিনা আর
সে কথা জাগলে মনে উঠে হাহাকার
বিদায় অভিনন্দন দিতে প্রাণে নাহি চাই
অধম গরিবের কথা মনে জানি রয়
যে দেশেতে নেয় খোদা ভালো যেন রাখে
বিদায় দিলাম আজ ব্যাথা ভরা বুকে
দয়া করে কুশলাদি জানাইবে মোরে
নেক দোয়া করিবে এই অধমের তরে
পাক জনাবেতে করি হাজার ছালাম
দোষ ক্রটি মার্জনা চহে অভাগা ছালাম।

তারিখ ঃ ১০/০৩/১৯৮৫



কবি পরিচিতি

নাম ঃ আব্দুস সালাম মোল্যা

পিতা ঃ মৃতঃ লালমিয়া মোল্যা

মাতা ঃ মৃতঃ আমেনা বেগম

গ্রাম ঃ বাসগ্রাম

পোষ্ট ঃ বাসগ্রাম

জেলা ঃ নড়াইল

কর্মজীবন ঃ ১৯৬৮ সাল থেকে ২০০৯ইং পর্যন্ত অফিস সহকারী পদে নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজে কর্মরত ছিলেন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

"চিত্রা নদীর তটে" বইটি প্রকাশে সার্বিক সহায়তা করার জন্য **মোঃ সহিদুল ইসলাম (সহিদ)** কে কবি ও তার পরিবারে সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

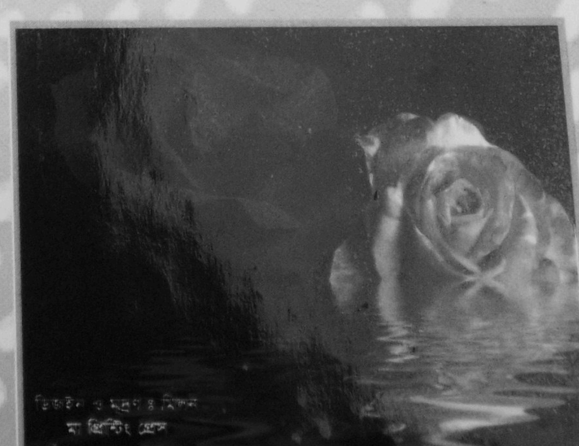












চিত্রা নদীর তটে

আব্দুস সালাম মোল্ল্যা